Stolper-Samuelson Theory of International Trade

স্টলপার স্যামুয়েলসন এর তত্বটি 1945 সালে Economica নামক গবেষণা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই তত্বটি মূলত একটি অর্থ ব্যবস্থায় আয় বন্টনের উপর ট্যারিফের প্রভাব আলোচনা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। এর মূল বক্তব্য হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত কোন দেশ যদি তার আমদানী দ্রব্যের উপর ট্যারিফ বা শুল্ক বা লেভী চাপায় তাহলে ঐ অর্থ ব্যবস্থায় আমদানি হ্রাস পায়। এর ফলে দ্রব্যটির দাম বাড়ে। আর দাম বাড়লে দেশীয় উৎপাদকরা ঐ দ্রব্যটি উৎপাদনে আগ্রহী হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে ঐ দ্রব্যটি উৎপাদনে উপকরণ গুলির দাম বাড়ে। বিশেষ করে নিবিড় ভাবে ব্যবহৃত উপকরণটির। আর এর কারণে জাতীয় আয ঐ উপকরণের অনুকূলে পুনরবন্টিত হয়। এই তত্বটি Heckscher-Ohlin তত্বের সম্প্রসারিত রূপ মাত্র। তাই একথা বলা যায় যে আমদানিকৃত দ্রব্যটি দেশটির অপেক্ষাকৃত দুর্লভ উপকরণ নিবিড় দ্রব্য। তাই এই দ্রব্যের উৎপাদন বাড়লে আসলে দুর্লভ উপকরণটিরই দাম বাড়ে। প্রাকৃত পক্ষে অর্থ ব্যবস্থায় যে দ্রব্যেরই দাম বাড়ুক না কেন সেই দ্রব্য উৎপাদনে নিবিড় ভাবে ব্যবহৃত উপকরণটি লাভবান হয়। সেটা আমদানি করা হোক বা না ই হোক। এখানে H-O মডেলের সমস্ত অনুমান সমূহ মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ

1) দুটি দেশ A ও B দুটি দ্রব্য X ও Y দুটি উপকরণ K ও L এর সাহায্যে উৎপাদন করে।
2) A দেশটি L বা শ্রমিক প্রাচুর্যের দেশ আর B হল মূলধনের প্রাচুর্যের দেশ
3) X দ্রব্য উৎপাদনে L বা শ্রম উপকারনটি K এর তুলনায় বেশি দরকার হয় অর্থাৎ X দ্রব্যটি শ্রম নিবিড়। অপর দিকে Y দ্রব্যটি মূলধন নিবিড়।
4) A দেশটি শ্রম প্রাচুর্যের দেশ হওয়ায় তারা X দ্রব্য বেশি করে উৎপাদন করে। আর B দেশটি মূলধন প্রাচুর্যের দেশ হওয়ায় Y দ্রব্য বেশি উৎপন্ন করে।
5) A ও B দেশ দুটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত।
6) বাণিজ্যে কোন বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা বাধা নেই।
7) উভয় বাজারে পূর্ন প্রতিযোগিতা আছে।
8) উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থিরমান মাত্রা প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী।
9) উভয় দেশের নাগরিকদের রুচি ও পছন্দ এক এবং অভিন্ন।
10) কোন পরিবহন ব্যয় নেই।
11) উৎপাদকরা শূন্য মুনাফায় উৎপাদন করে।

এই অনুমান সমূহের উপর ভিত্তি করে স্টলপার স্যামুয়েলসন বলেন যে বাণিজ্য শুরু হলে A দেশটি X দ্রব্য রপ্তানী করবে B দেশে। আর B দেশটি Y দ্রব্য রপ্তানী করবে A দেশের কাছে। এখন ধরা যাক B দেশটি তার আমদানী দ্রব্যের X এর উপর ট্যারিফ বা আমদানী শুল্ক চাপানোর কারনে বা অন্য যে কোন কারণে B দেশে X দ্রব্যটি দামী হয়ে পড়ে। X দ্রব্যের দাম B দেশে বৃদ্ধি পেলে এর আপেক্ষিক দামও বাড়বে। শুল্ক চাপানোর আগে B দেশে X ও Y দ্রব্য দুটির দাম যথাক্রমে Px এবং Py ছিল। এখন শুল্ক চাপানোর কারণে Px বেড়ে Px^* হল। Y দ্রব্যের দাম অপরবর্তিত রয়েছে কাজেই

$$P_x/P_y < P_x^*/P_y$$

KALIACHAK COLLEGE

স্টলপার স্যামুয়েলসন বলেন যে B দেশে X দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে উৎপাদকদের কাছে X দ্রব্য উৎপাদন লাভজনক হয়ে পড়েছে। যোগানের সূত্র অনুসারে দাম বাড়লে কোন দ্রব্যের যোগান বাড়ে। আর এই যোগান বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। আর উৎপাদন বাড়াতে হলে আরো বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। দেশটিতে শ্রমের যোগান সীমিত হবার কারণে এর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে শ্রমের দাম বা মজুরী বাড়বে। এই ভাবে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এখানে আর ও উল্লেখ্য যে শুধু শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয়। কাজেই শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের নিয়োগও বাড়বে। এতে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ শ্রমিকের আর্থিক মজুরী/ মজুরী হার (Monetary Rewards of Labour) বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী (Real Wage) বেড়ে যাবে। নীচে Edge-Worth Box diagram এর সাহায্যে তত্ত্বটি উপস্থাপন করা হল। রেখা চিত্রে ARSC হল Contract Curve। ধরা যাক R বিন্দুটি হল বাণিজ্য হীন (Autarchy) অবস্থা। এখানে শ্রম নিবিড় দ্রব্য X এর Iso-quant curve (X_0) এবং মূলধনের নিবিড় দ্রব্য Y এর Iso-quant curve (Y_0). R বিন্দুতে P_0P_0 Isocost Line টি হল দাম রেখা। এর ঢাল হল শ্রমের মজুরী(w) এবং মূলধনের সুদ r এর অনুপাত।

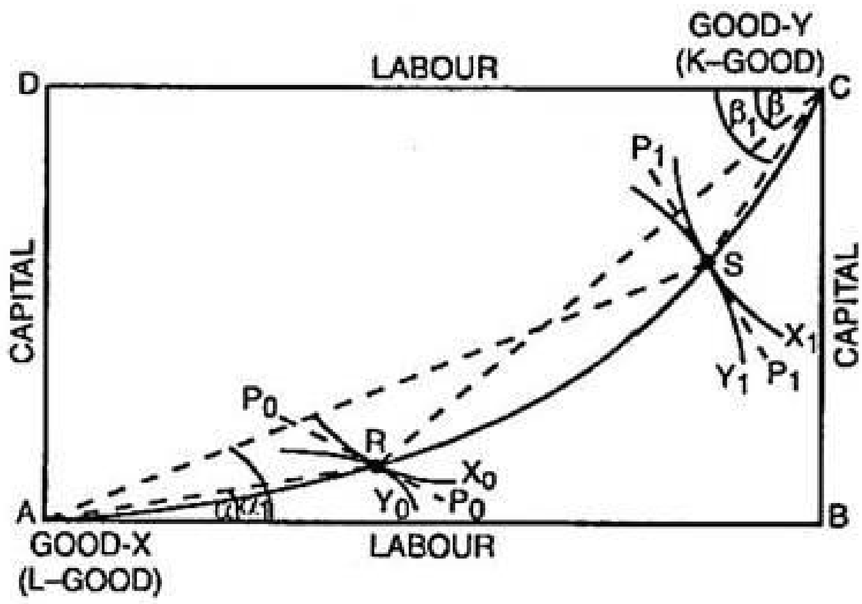

Fig. 8.10

$$P_0P_0 \text{ এর ঢাল} = w/r$$

R বিন্দুতে X দ্রব্যের উৎপাদনের মুলধন ও শ্রমের অনুপাত হল হবে AR রেখার ঢাল

$$(K/L)_x = \tan\alpha$$

অপরদিকের বিন্দুতে Y দ্রব্য উৎপাদনের মুলধন ও শ্রমের অনুপাত হবে RC রেখার ঢাল

$$(K/L)_y = \tan\beta$$

এখন বাণিজ্য শুরু হলে দেশটি শ্রম নিবিড় দ্রব্যর উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণ সমূহ শ্রম নিবিড় X দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। এমনকি মূলধনের নিবিড় দ্রব্য Y এর উৎপাদন কমিয়ে দিয়েও

উপকরণ সমূহ X দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। এই কারনে Y দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে। অতএব বাণিজ্য শুরু হলে দেশটির উৎপাদন R বিন্দুর ডান দিকে contract curve এর উপরে কোথাও স্থাপিত হবে। ধরা যাক S হল পরিবর্তিত উৎপাদনের বিন্দু। এখন S বিন্দুতে X দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত মুলধন ও শ্রমের অনুপাত হলAS রেখার ঢাল:

$$(K/L)_x = \tan\alpha_1$$

অনুরূপভাবে S বিন্দুতে Y দ্রব্যের পরিবর্তিত উৎপাদনের জন্য মুলধন ও শ্রমের অনুপাত হল CS রেখার ঢাল

$$(K/L)_x = \tan\beta_1$$

এখন, $\alpha_1 > \alpha$ হবার কারনে

$$\tan\alpha_1 > \tan\alpha$$

অনুরূপে $\tan\beta_1 > \tan\beta$

অর্থাৎ R বিন্দু অপেক্ষা S বিন্দুতে X এবং Y উভয় দ্রব্যই উৎপাদনের মুলধন ও শ্রমের নিয়োগের অনুপাত বেশি। এখানে আরও উল্লেখ্য যে S বিন্দুতে Isocost Line P_1P_1 এর ঢাল R বিন্দুর Isocost Line P_0P_0 অপেক্ষা ঢাল বেশি। অর্থাৎ X দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে X দ্রব্য উৎপাদনে নিবির ভাবে ব্যবহৃত উপকরণ শ্রমের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এতে দেশটির জাতীয় আয় শ্রমিকদের অনুকূলে বন্টিত হয়েছে।

Metzler Paradox

মেজলার ব্রিটেনের অর্থনীতিবিদ ১৯৪৯ একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণায় তিনি দেখান যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত কোন দেশ তার আমদানি দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক চাপালে দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন না বেড়ে আরো কামে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমদানিকৃত দ্রব্যটির অভ্যান্তরীন উৎপাদনে নিবিড় ভাবে ব্যবহৃত উপকারণটির ব্যবহার হ্রাস পাবে। এর দাম কামে যাবে। এবং দেশটির জাতীয় আযে ঐ উপকরণটির আয়ের অবদান হ্রাস পাবে যা Stoper Samuelson তত্ত্বের একেবারে বিপরীত। নিচে রেখা চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাথ্যা করা যেতে পারে। A এবং B দেশ দুটির Offer Curve যথাক্রমে OA এবং OB দেখানো হয়েছে। এই দুটি Offer Curve পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এ হাল বাণিজ্যে লিপ্ত দেশ দুটির ভারসাম্যের বিন্দু। E বিন্দুতে A দেশ টি OX পরিমান X দ্রব্য রপ্তানি করে OY পরিমান যা দ্রব্য আমদানি করছে। X এখানে শ্রম নিবিড় এবং Y হল মূলধন নিবিড় দ্রব্য। এখন A দেশটি তার আমদানি দ্রব্যের উপরে শুল্ক চাপালো। তাহলে A দেশের বাণিজ্য হার উন্নত হবে।

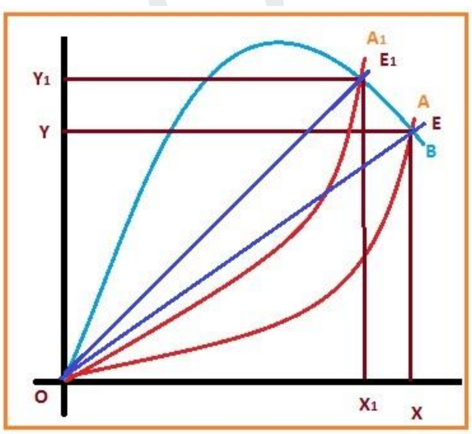

KALIACHAK COLLEGE

অবাধ বাণিজ্য চলা কানিন বাণিজ্য হার ছিল OA রেখা। এখন শুল্ক চাপানোয় নতুন ও উন্নত বাণিজ্য হার হবে OA_1 . লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে OA_1 রেখাটি OA এর উপরে অবস্থিত। নতুন বাণিজ্য হরে নতুন ভারসাম্য হাল E_1. এই নতুন ভারসাম্যের বিন্দুতে রপ্তানি হবে OX_1. যা আগের রপ্তানি অপেক্ষা কম। অপরদিকে আমদানি র পরিমান হাল OY_1. যা আগের রপ্তানি অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ কম পরিমান রপ্তানি করে বেশি পরিমান আমদানি করা যাচ্ছে। অন্য্‌ ভাবে বলা যায় যে A দেশে X এর তুলনায় Y সস্তা হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে উৎপাদকরা আর Y দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহ দেখাবে না। ফলে Y দ্রব্যটি উৎপাদন হ্রাস পাবে। আর Y দ্রব্য উৎপাদনের নিবিড় ভাবে ব্যবহৃত উপকরণ মূলধনের এর চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দাম কামে যাবে। ফলে আমদানি কৃত দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের দাম বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাবে যা Stolper- Samuelson তত্ত্বের একেবারেই উল্টো।

KALIACHAKCOLLEGE